[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] tgwo tu 21242 [redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’। প্রফেসর মান্নানের ওই আহবান দেখেছেন ৩১ হাজার জন, ১০১ জন শেয়ার, সাড়ে তিন হাজারের বেশি লাইকসহ শুভকামনা জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

ফেসবুকে প্রফেসর মান্নানের ওই আহবানে এক সমর্থক মন্তব্য লিখেছেন-পিছু ফিরে তাকানোর দিন শেষ। এবার সমৃদ্ধির পথ ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা। আসুন আপনি, আমি এবং আমরা সবাই মিলে ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে গড়ে তুলি সমৃদ্ধিশালী মেহেরপুর।

দান ও উপহারে সমৃদ্ধশালী সাবেক সাংসদ জয়নাল

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর ১ (সংসদীয়-৭৩) আসনের জন্য ভোটযুদ্ধে অংশ নিতে সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। এর আগে ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালের দশম নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও পরবর্তীতে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। মধ্যবর্তী এই সময়ে তার আয় ও সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তার অস্থাবর সম্পদের মূল্য ১ কোটি ৩৯ লাখ ২৭ হাজার টাকা, ২০০৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেওয়া হলফনামাতে তার অস্থাবর সম্পদ ছিল ৪ লাখ ২ হাজার টাকার। মধ্যবর্তী এই সময়ে তার অস্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪ গুণ।

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকাতে।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও

অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে জয়নাল আবেদীনের মোট বার্ষিক আয় ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা। এর মধ্যে তিনি কৃষিখাত থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ব্যবসা থেকে ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। ২০০৮ সালে থেকে ব্যবসা তার বার্ষিক আয় ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

জয়নাল আবেদীনের বর্তমান স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত তিন বিঘা ১৬ কাঠা কৃষি জমি, ২ বিঘা ১৩ কাঠার অকৃষি জমিও পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত। বাগোয়ানে একতলা পাকা বাড়ি এবং রাজউকের একটি প্লট যার মূল্য ৩০ লাখ ৬০ হাজার টাকা। তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ৭ বিঘা কৃষি জমি, যার মূল্য দেখানো হয়েছে ৪ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। ছয় কাঠা অকৃষি জমির মূল্য দেখানো হয়েছে ৭ লাখ টাকা। এছাড়াও জয়নাল আবেদীনের স্ত্রী মেহেরপুর পৌর শহরের পিয়াদাপাড়ায় পৈত্রিক সূত্র ৬ শতক জমির উপরে নির্মিত ১২০০ স্বর্গফুট বিশিষ্ট একটি দ্বিতল বাসভবন দানসুত্রে পেয়েছেন।

জয়নাল আবেদীনের ১৫ ভরি স্বর্ণ রয়েছে যার মধ্যে ১০ ভরি তিনি উপহারস্বরূপ পেয়েছেন এবং তার স্ত্রীর ৩০ ভরি স্বর্ণের সবটুকুই উপহারস্বরূপ পেয়েছেন মর্মে হলফনামা দাখিল করেছেন।

এছাড়াও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী জয়নাল আবেদীনের নগদ টাকা রয়েছে মাত্র ৫ লাখ। ব্যাংকে জমা আছে ১ কোটি ২২ লাখ ২৭ হাজার ১২০ টাকা ৮০ পয়সা। ব্যক্তিগত টয়োটা জীপের মূল্য ৫ লাখ টাকা। ইলেকট্রনিক সামগ্রী ২ লক্ষ টাকার এবং গৃহস্থলীর আসবাবপত্র ২ লক্ষ টাকা সমমূল্যের। তার স্ত্রীর নগদ রয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। তিনি একটি ডিপ ফ্রিজ উপহারস্বরূপ পেয়েছেন।